দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... JUL 19 2006 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

জগন্নাথে শিবির ঠেকাতে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের কঠোর অবস্থান

টানা তিনদিনের সংঘর্ষের পর পরিবেশ এখনো উত্তপ্ত

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

টানা তিনদিনের সংঘর্ষে গতকাল মঙ্গলবারও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং আশপাশের এলাকায় ছিল উত্তপ্ত পরিবেশ। শিবির ঠেকানোর জন্য গতকাল ছাত্রদল এবং ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের

জগন্নাথে শিবির

(প্রথম পৃঃ পর)

আশপাশের এলাকায় পুলিশের অবস্থান ছিল শক্তিশালী। ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের শক্তিশালী অবস্থানের কারণে গতকাল শিবিরের কোন কার্যক্রম দেখা যায়নি।

এদিকে সংঘর্ষ এড়াতে ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। গতকাল ভোররাত থেকে শতাধিক পুলিশ ক্যাম্পাস পাহারা দেয়। প্রধান গেটে অবস্থান নেয় অর্ধ শতাধিক পুলিশ। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সাংবাদিক ব্যতীত কাউকে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। তিনদিনের সংঘর্ষে আহতদের তালিকা প্রণয়ন ও দোষীদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ট্রেজারার আবু হোসেন সিদ্দিককে আহবায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। তাদেরকে ২৮ জুলাইয়ের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।

শিবির-ছাত্রদল-ছাত্রলীগের ত্রিমুখী সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। দর্শন ২য় বর্ষের ছাত্রী সারিনা ইয়াসমীন বলেন,

তারিখের পরীক্ষায় অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুজ্জামান রিপন বলেন, আমরা পুরানো ঢাকার প্রতিটি পয়েন্টে শিবির ঠেকানোর ব্যবস্থা করেছি। যে কোন মূল্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের কার্যক্রম বন্ধ করা হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি এবিএম পারভেজ রেজা বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, জগন্নাথ কলেজের পরিবেশ শান্ত থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে। আমরা পরিবেশ শান্ত রেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। এখন যদি কেউ ক্যাম্পাসের পরিবেশ অশান্ত করতে চায় তাদেরকে প্রতিহত করা হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ছাত্রদের মাঝে সংঘর্ষের আশংকা নিরসন না হওয়া পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশের ব্যবস্থা করে কঠোর নিরাপত্তা নেয়া হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংঘর্ষের ঘটনায় শিবিরের পক্ষ থেকে মহিবুল্লাহ বাদী হয়ে ১২ জনকে আসামী করে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করে। অপরদিকে পুলিশের এসআই আসলাম বাদী হয়ে কোতোয়ালী থানায় মামলা দায়ের করেন। আসামী অজ্ঞাতনামা ৪ শতাধিক বলে